দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৭...

# খুলনায় প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগে দুষ্টচক্রের সন্ধান

## দুই শিক্ষিকা আটক, আদালতে দোষ স্বীকার

■ এনামুল হক, খুলনা অফিস

খুলনায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের এক দুষ্টচক্রের সন্ধান পেয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ। বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার সময় কারসাজি করে নিয়োগ পাইয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দেয় এই চক্র। এ সিন্ডিকেটের দুই সদস্যকে গ্রেফতারের পরই বেরিয়ে এসেছে নেপথ্যের কাহিনী। উদ্ধার করা হয়েছে নিয়োগ পাইয়ে দেয়ার চুক্তি সম্বলিত স্ট্যাম্প, ব্যাংক চেক, মোবাইল সেট ও ডায়েরি। গত শনিবার রাতে নগরীর রূপসা ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন ১ নম্বর ইস্পাহানি রোডের ৪৮/৫ নম্বর বাড়িতে এ অভিযান চালানো হয়।

দুই শিক্ষিকা গ্রেফতার এবং তাদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও উত্তরপত্র জালিয়াতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের আলামত উদ্ধারের ঘটনায় ৪ জনের নাম উল্লেখ করে খুলনা সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, সিন্ডিকেটের অন্যতম দুই হোতা গ্রেফতারকৃত রূপসা উপজেলার জারুসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রেশমা খাতুন ও সিংহের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ফেরদৌসী আফরোজ। এরা গত রবিবার আদালতে দোষ স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করেছেন। জবানবন্দিতে তারা সিন্ডিকেটের কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্যের নাম প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সহকারী কমিশনার কনক কান্তি জানান, গত শুক্রবার খুলনার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে একটি জালিয়াত সিন্ডিকেট সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ ধরনের অপতৎপরতার খবর পেয়ে গত শনিবার রাতে অভিযান চালানো হয়। ফ্ল্যাটটি রেশমা খাতুন কিছুদিন আগে ভাড়া নেন। একই ফ্ল্যাটে তার ভাগ্নি সিংহেরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ফেরদৌসী আফরোজও থাকতেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক শিক্ষিকা ফেরদৌসী আফরোজ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## খুলনায় প্রাথমিকের

২০ পৃষ্ঠার পর

জানান, 'কিছুদিন আগে পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরে খুলনা শপিং কমপ্লেক্সের ব্যবসায়ী বিসমিল্লাহ ফেব্রিক্সের মালিক আবুল হাসান তাকে জানান, তার একজন আত্মীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বড় কর্মকর্তা। ৫ লাখ টাকা করে দিলে তিনি নিয়োগ পাইয়ে দিতে পারেন। আবুলের বড় ভাই মুহিবুর রহমানও তার সঙ্গে এ বিষয়ে একাধিকবার যোগাযোগ করেন। এরপর ফেরদৌসী এবং রেশমা ২৫ জন নিয়োগ প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিয়োগ প্রার্থীরা তাদের প্রত্যেকের প্রবেশপত্রের ফটোকপি, তাদের নামে কেনা ৩শ' টাকা মূল্যের ২৫ সেট স্ট্যাম্প দেন। এর ভেতরে চারজন ৫টি ব্যাংকের সই করা ব্লাংক চেক জমা দেন। রেশমা খাতুনের নামে আরেক প্রার্থী মাহিরা আক্তারও নগরীর অগ্রণী ব্যাংক ক্লে রোড শাখার অনুকূলে সাড়ে ৪ লাখ টাকার একটি চেক দেন।

চক্রটি কিভাবে প্রতারণা করছিল- এ প্রশ্নের উত্তরে এসি ডিবি জানান, এই ২৫ জন প্রার্থীকে প্রতারকরা নির্দিষ্ট ২৫টি মোবাইল ফোন সেট প্রদান করে। গত শুক্রবার নগরীর বিভিন্ন কেন্দ্রে এই পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্র পরিদর্শকদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেগুলো নিয়ে হলে প্রবেশ করেন। সিন্ডিকেটের সদস্যরা বাইরে থেকে এসএমএস করে প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার্থীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। রেশমা খাতুন দাবি করেন, তারা কেন্দ্র পরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্টদের আগে থেকেই ম্যানেজ করেন। এ সিন্ডিকেটে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও জড়িত রয়েছেন। এ চক্রকে ঢাকা ও ফরিদপুর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

আটককৃতদের জবানবন্দি ও পুলিশের কাছে দেয়া স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে নগর গোয়েন্দা পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানান, এ সিন্ডিকেটের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা, মাদারীপুর জেলার একজন শিক্ষক নেতা, নগরীর খুলনা শপিং কমপ্লেক্সের বিসমিল্লাহ ফেব্রিক্সের মালিক আবুল হাসান ও তার ভাই মুহিবুর রহমান, খুলনার একজন ব্যবসায়ী এবং কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা জড়িত রয়েছেন।

এ ব্যাপারে মহানগর গোয়েন্দা শাখার অফিসার-ইনচার্জ (ওসি) সুরেশ চন্দ্র হালদার বলেন, আদালতে ওই দুই শিক্ষিকার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। এছাড়া এজাহারভুক্ত অন্য আসামিদেরও গ্রেফতারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।